আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল আজমের ৬৭ তম জন্মবাষিকী পালন

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক কবি,সাহিত্যিক,নাট্যব্যাক্তিত্য হামিদুল ইসলাম আজমের ৬৭ তম জন্মবার্ষিকি পালিত হয়েছে।

দুপুর ২ টার দিকে আলমডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জন্মদিন পালন অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পপরিষদের সাধারন সম্পাদক আ,ফ,ম সিরাজ সামজী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কবি আব্দুল কাদের। তিনি বলেন হামিদুল ইসলাম আজম একজন বহুমুখি প্রতিভার
নাম,সেএকাধারে,নাট্যাভিনেতা,নাট্যকার,কবি,সাহিত্যিক,সাংবাদিক,প্রাবন্ধিক, ফুটবলার,বাচিক শিল্পি, সংগঠক,রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সহ বহুমুখি প্রতিভার অধিকারি।আমি দীর্ঘদিন থেকে তাকে দেখছি,সাংবাদিক হিসেবে।

সাহিত্য পরিষদ গঠন করার বেশ কিছুদিন পর আজম সাহেব আমাদের সাথে যোগ দেয়,আজ বলতে দ্বিধা নেই হামিদুল আজম সাহিত্য পরিষদে যোগ দেবার পর সাহিত্য পরিষদ গতিশীল হয়েছে।আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার,আলমডাঙ্গা সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ডাঃ অমল কুমার। ,আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মাথাভাঙ্গা ব্যুরোপ্রধান রহমান মুকুল,যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও পশ্চিমাঞ্চলের ব্যুরো প্রধান প্রশান্ত বিশ্বাস,সিনিয়র সাংবাদিক আকাশ খবরের ব্যুরো প্রধান ফিরোজ ইফতেখার,গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম খান, সাধারন সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার,কবি ও প্রকাশসক কিশোর কারুনিক,ব্যাংক এশিয়ার শাহাবুল ইসলাম,সাংবাদিক শরিফুল

ইসলাম,সাংবাদিক তানভীর আহম্মেদ সোহেল,বৈশাখি টিভির ক্যামেরাম্যান সাহরিয়ার মানিক,কবি হাসিনা হারভীয়া প্রমুখ।

কবি হামিদুল ইসলাম আজম তার অনুভুতি ব্যাক্ত করতে গিয়ে জানান,আমি ছোট বয়স থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ি।বিশেষ করে নাটকের প্রতি আমার বরাবরই ঝোক ছিল।নাটক লেখা,মঞ্চ করা,রেডিও নাটক করা,টেলিভিশনে নাটক করার শখ ছিল,সবই একে একে করেছি,কিন্ত বয়সটা ততোদিনে অনেকদুর গড়িয়ে গেছে,ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে চাকরি করেছি,মাত্র ১৪বছর ৭মাস বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে চলে গেছি।আজ বয়স বেড়েছে,কিন্ত মনের জোরে এখনও সব কাজ করে বেড়াচ্ছি।আরো বক্তব্য রাখেন হাটবোয়ালিয়া কলেজের সহকারি অধ্যাপক কবি আসিফ রহিম জোয়ার্দার,কবি মহসিন আলী চান্দ, কবি অহর আলী,প্রমুখ।

সভায় কেক কেটে শুভ জন্মদিন পালন করা হয়,পরে মনজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সদস্যেদের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত নায়েক ও কনস্টেবলদের দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ৮ম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের ১০৫টি ভেন্যুতে সকল পদমর্যাদার সদস্যদের নিয়ে গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় ৮ম ব্যাচের সপ্তাহ ব্যাপি

পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃআবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, আরআই পুলিশ লাইন্স চুয়াডাঙ্গা আমিনুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিনিধিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ এই শ্লোগানকে সামনে আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার দুপুর ২টায় উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপানিয়া ক্যাম্প পুলিশের আয়োজনে ফাঁড়ি পুলিশ প্রাঙ্গণে এ বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল মো. আনিসুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে পুলিশের সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য বিট পুলিশিং কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। ঘরে বসেই থানার সহযোগিতা পাবে বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে।

বিট পুলিশিং সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলিগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ এর এ্যাডঃ

মোঃ বেলাল হোসেন পিপি, ডিআইও-১ আলমগীর হোসেন, জেলা গোয়েন্দা শাখার ইনচার্জ মোঃ শফিকুর রহমান, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলিগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলিগের সভাপতি হেলা মিয়া, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার, বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু প্রমূখ।

হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় বালতির পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

টয়লেটে রাখা বালতির পানিতে পড়ে মরিয়ম (৩) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের হাসপাতাল মোড়ের নিজ বাড়িতে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত শিশু মরিয়ম জেহালার হাসপাতাল মোড়ের আশরাফুল ইসলামের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের হাসপাতাল মোড়ের আশরাফুল ইসলামের মেয়ে মরিয়ম খাতুন (৩)। শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে সে নিজ বাড়িতে খেলা করছিলো।

খেলার ফাঁকে বাড়িতে থাকা টয়লেটের মধ্যে যায় । অতর্কিত ভাবে শিশু মরিয়ম পানি ভর্তি বালতির মধ্যে পড়ে মারা যায়।
এসময় শিশু মরিয়মকে তার পরিবারের লোকজন খোঁজ খবর নিলেও তার কোন সন্ধান পায় না। পরে পরিবারের লোকজন শিশু মরিয়মকে নিজ বাড়ির টয়লেটের বালতির মধ্যে মাথা নিচু অবস্থায় দেখতে পায়। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হবে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবন্ধীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে ২০০ জন প্রতিবন্ধীদের যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী উপস্থিত থেকে প্রতিবন্ধীদের মাঝে বনজ ফলজ গাছের চারা বিতরণ করেন।

আজ বেলা ১১টার দিকে এই বনজ ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। জানাযায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০০ জন প্রতিবন্ধীকে যাচাই-বাছাই করে ১৭৭ জনকে প্রতিবন্ধী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

২০২২ ২৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে বাছাইকৃত ১৭৭ জন প্রতিবন্ধীদের মাঝে বনজ ফলজ গাছে চারা বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা, সদর ইউপি সদস্য শামসুল হক, হাসান আলী, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, মতিয়ার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা স্কুল, মাদ্রাসা ও ক্লাবের সদস্যদের মাঝে খেলার

সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এলজি এসপি তিন প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের খেলার সামগ্রী বিতরণ করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এল জি এস পি প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুশাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফকির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা দশমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা সরকারী মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় দেউলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামড়হুদা পাইলট হাই স্কুল, মিত্তাহুল কুরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, কেশবপুর উজ্জ্বল ক্লাব ও খা-পাড়া স্টার ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ফুটবল, ক্রিকেট খেলার ব্যাড ও জার্সি বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা, সদর ইউপি সদস্য শামসুল হক, হাসান আলী, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, মতিয়ার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ক্লাবের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জীবননগরে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলার আইনশৃঙ্খলা, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১০টায় জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান।

সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিল্টন মোল্লা, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, জীবননগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) স্বপন কুমার, সাংবাদিক জাহিদ বাবু, মিথুন মাহমুদ প্রমুখ।

দর্শনায় মতবিনিময় সভা

দেশের বেকারত্বের অভিষাপ থেকে মুক্ত করতে সরকারের পাশাপশি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তরণ-তরুণীদের হাতকে কর্মীর হাতে পরিনত করতে দর্শনা ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গতকাল বুধবার থেকে মোবাইল সার্ভিসিং ও ফ্যাশন গার্মেন্টস এর উপর ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষনের উদ্বোধন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক কিতাব আলী।

এ প্রশিক্ষনে ২৫ জন তরুণ ও ২৫জন তরণী অংশ নিচ্ছেন। বিগত ২০১৬ সাল থেকে ১ হাজার ৫০০ জন তরণ-তরুনীকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে প্রশিক্ষন গ্রহন করে ১হাজার ১৫০ জন তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বলে অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়ার সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান কামাল, উপ-সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানপরিচালনা করেন সোহানুর রহমান সোহান।

চুয়াডাঙ্গায় দুই দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন

উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় দুই দিনব্যাপী ডিজিটাল মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার (১৬ নভেম্বর) সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কার্যালয় হতে একটা বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এরপর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আরাফাত রহমানসহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এ সময় শুরু হয় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে ডিজিটাল মেলা উপলক্ষে এক আলোচনা সভা।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফের সঞ্চালনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২-আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন,আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি। আমাদের জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র ১০ বছরের মধ্যে সব কিছুতেই প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। প্রত্যেকের হাতে এখন অ্যানড্রয়েড মোবাইল। মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও চাহিদার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে ডিজিটাল কমিউনিকেশন। আমাদের বহুল ব্যবহৃত একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো ফেসবুক। দেশে এখন ফেসবুকভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসা গড়ে উঠেছে। ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবস্থায় ঘরে বসে নিজের ইচ্ছামতো খুব সহজে জিনিসপত্র কেনাবেচা করা যায়।

এসময় তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী

লীগ যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ এর ইশতেহারে ঘোষণা করে তখন অনেকেই বিষয়টি নিয়ে উপহাস করেছে বলেছে, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ একটি আষাঢ়ে গল্প। তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ বেশ কিছু সংস্থা এই রূপকল্পের সমালোচনা করে বলেছিল আওয়ামী লীগ দিবাস্বপ্ন দেখছে এবং দেখাচ্ছে। কিন্তু তাদের সবার যুক্তি ও ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বিশ্ব মানচিত্রে তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ আজ অনন্য বিপ্লব রচনা করেছে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজাৎ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আব্দুল হান্নান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। আগামীকাল বিকাল পাঁচটার সময় পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী ডিজিটাল মেলা সমাপ্ত হবে।

আওয়ামী লীগের আমলে গত ১৩ বছরে একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি- কৃষিমন্ত্রী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামে আনার বাগান পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এ সময় তিনি বলেন আমাদের দেশেই এখন সব রকম চাষ করা সম্ভব তাই কৃষিখাতকে আমরা ঢেলে সাজ্জাছি। আনার বাগান পরিদর্শন শেষে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবৎপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সংগ্রহ শালা ও নবান্নে ধান কর্তন অনুষ্ঠানরের শুভ উদ্ধোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড.আব্দু রাজ্জাক।

আজ মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) দুপুর ১২ টার দিকে হৈবৎপুর গ্রামে এ

শুভ উদ্ধোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ,প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্যে রাখেন বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক।

তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ, বৈশ্বিক পরিস্হিতি – মোকাবেলায় সকল আবাদী অনাবাদী পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ,বাংলাদেশে কোন খাদ্যের ঘাটতি হবে না, বর্তমান বিশ্বে মহামারী ও দূভিক্ষ দেখা দিলেও বাংলাদেশে কোন ঘাটতি হবে না। আমরা সব সময় জনগনের পাশে আছি এবং থাকবো। এ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে সব রকম আমরা দিয়ে আসছি। আমরা আগামী দিনে সরকার গঠন করে দেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে চাই। তাই আগামীতে জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতিদিন দুই থেকে পাঁচজন মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। আওয়ামী লীগের আমলে গত ১৩ বছরে একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা গড়তে কাজ করছে সরকার।

সরকার আধুনিক ও বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা তৈরি করতে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। পরিত্যক্ত জমিগুলোকে কৃষির আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ জন্য সরকার থেকে নানা রকম সহযোগিতা দেয়া হয়েছে।

এ সময় ড. আবদুর রাজ্জাক আরও বলেন, কৃষি যদি লাভজনক না হয় কেউ চাষ করবে না। আমরা চেষ্টা করছি, লাভজনক কৃষিব্যবস্থা গড়তে। যাতে কৃষক নিজের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অর্জিত অর্থ দিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারে।সে লক্ষে সরকার সারাদেশ ব্যাপি কাজ চালাচ্ছে। দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবৎপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সংগ্রহ শালা ও নবান্নে ধান কর্তন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক এসব কথা বলেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর, বাংলাদেশ কৃষিমন্ত্রলয়ের সচিব সায়েদুল